JUL 12 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ০৭ কলাম ৪

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে সরকার ও বিরোধী দলের দু'নেতা

ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নের সম্মুখীন। এদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের এ সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য নেই। এরা ক্ষমতায় থাকলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলে। বিরোধী দলে থাকলে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বলে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিটি সরকারী দল নিচ্ছে কৌশলের আশ্রয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বলেছিলেন, বিরোধী দল একমত হলে তিনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধে রাজি আছেন। এখন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও বলছেন, বিরোধী দল রাজি হলে তার সরকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ নেবেন। এদিকে সামাজিক আন্দোলনের নেতা ছাত্র বন্ধু মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া পত্রে ১৮ বছরের কম বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি বন্ধের দাবী করেছেন। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের এ ব্যাপারে মতামত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের শান্তি এবং লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 'লেজুড়বৃত্তি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক'। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে সরকারী ও বিরোধী দলের দু'নেতা মতামত রেখেছেন। এখানে তা পাশাপাশি পত্রস্থ করা হলো।

ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত

..................ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

আমরা সুষ্ঠু রাজনীতি করি। মাটি ও মানুষের রাজনীতি করি। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে এখন আলোচনা-সমালোচনা দুটোই আছে। আমরা আলোচনার পক্ষে। এ কারণে আমরা সব সময়ই বলছি, এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। যেহেতু আমরা বরাবরই সুষ্ঠু রাজনীতির পক্ষে সেহেতু আমরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে আলোচনা করতে চাই। বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন আরো বলেন, ছাত্র রাজনীতি মোটেও অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, এ দেশে ছাত্র রাজনীতি বা ছাত্র আন্দোলনের সুফল এখনো জাতি ভোগ করছে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সবখানেই রয়েছে ছাত্রদের বলিষ্ঠ ভূমিকা। সাম্প্রতিক সময় বিশেষ করে ৯০-এর গণআন্দোলনে ছাত্র নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছাত্রদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার ঘৃণীত রেওয়াজ এ দেশে চালু করেছে সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ সরকার ও শেখ হাসিনার সরকার। বিএনপি অতীতেও যখন ক্ষমতায় ছিল তখনো ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে উদ্যোগ নিয়েছিল। এখনো বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের সংশ্লিষ্টরা ক্যাম্পাস শান্ত রাখতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজনীতিমুক্ত রাখা সময়ের দাবী। এ দাবী সচেতন মানুষের। আমরা জনগণের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি করি। জনস্বার্থেই বিএনপি তার ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে কেবলই ছাত্র ও শিক্ষাঙ্গনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনোযোগী রাখতে আগ্রহী। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে, লেখাপড়া করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে এবং শিক্ষাজীবন শেষে জাতীয় কল্যাণে তারা অবদান রাখতে পারে। বর্তমান সরকারও সেদিকে নজর রাখছে। ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, মাননীয় দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, বিরোধী দল একমত হলে আমরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধে রাজি আছি। তিনি বলেন, দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ যখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একটি পরাজিত শক্তি তাদের দোসরদের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনকে উত্তপ্ত করতে চাইছে। সরকারের বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী উদ্যোগের কারণে তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারছে না, ভবিষ্যতেও পারবে না। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ছাত্র রাজনীতির লেবেল লাগিয়ে অছাত্ররা ক্যাম্পাস দখলে রেখেছিল। দেশের জনগণ সাক্ষী আছেন বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ছাত্র বা শিক্ষাঙ্গনের কল্যাণে কিছুই করেনি। তখন ছাত্ররা ক্যাম্পাসে নিরাপদ ছিল না। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসগুলো ছিল মুজিববাদী ছাত্রলীগের হাতে বন্দী। সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মীদের কাছে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী কেউই নিরাপদ ছিল না। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অনেক মেধাবী ছাত্রকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদের অপরাধ ছিল, সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে কথা বলা।

'ছাত্র রাজনীতি নয়, টেন্ডারবাজি বন্ধ করতে হবে'- প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এ বক্তব্যের জবাবে ড. খন্দকার মোশাররফ বলেন, তিনি তো ক্ষমতায় থাকতে বলেন এক কথা আর বিরোধী দলে থাকলে বলেন ভিন্ন কথা। আপনারা জানেন, বিএনপি তথা বর্তমান জোট সরকার কখনোই সন্ত্রাসকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় না। গত ৯ মাসের শাসনামলে আমাদের সরকার এর যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছে- সন্ত্রাসী যেই হোক তার রক্ষা নেই। তিনি আরো বলেন, ছাত্ররা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কেউ যেন কোনক্রমেই জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে তার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আমি সকল বিরোধী দল বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে বলব- আসুন, দেশের সার্বিক স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করার রেওয়াজ বদলাতে হবে। এতে দেশ ও জাতি লাভবান হবে। একদিকে ছাত্রদের হাতে বই-খাতা-কলম তুলে দেয়া, অন্যদিকে ছাত্রদের দিয়ে রাজপথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলা- যাদের রাজনীতি, তাদেরকে সে পথ ত্যাগ করতে হবে। তবেই ছাত্র রাজনীতিবিষয়ক প্রশ্নটি এখনকার মত এতো আলোচিত হবে না। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নে আমাদের দল ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ইতোমধ্যে জাতির সামনে পেশ করেছি। সর্বস্তরের মানুষ আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করেছে, এতে সন্দেহ নেই। দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ প্রশ্নে যে ঘোষণা দিয়েছেন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আলোচনায় বসার জন্য আমি সকল বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

সরকার বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করছে

..................এডভোকেট আব্দুল হামিদ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। এ দলের জন্মই হচ্ছে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য। দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ছাত্র-জনতা আন্দোলন করে যাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি বন্ধ না করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের নিঃশেষ করতে বর্তমান জোট সরকার যে চক্রান্ত করছে জনগণ তা প্রতিহত-প্রতিরোধ করবে। বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যে দাবী উঠেছে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে চায়। জাতীয় সংসদে এবং রাজপথে আমাদের কথা বলতে দিচ্ছে না সরকার। পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনকে জিম্মি করে রেখেছে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা। টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের দু'পক্ষের মধ্যে গুলী বিনিময়কালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী প্রাণ হারায়। এ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পার হলেও প্রকৃত খুনীদের সরকার গ্রেফতার করছে না বরং ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের হয়রানি করছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করছে।

তিনি বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রেখেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তখন শৃঙ্খলা ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ছাত্ররা সুস্থ রাজনীতি করেছে। যারাই ছাত্র রাজনীতির লেবেলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করেছে তাদেরকেই বিগত সরকার গ্রেফতার করেছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কারণে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ছিল না। ছাত্রাবাসগুলোতে অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল না। কোন বহিরাগতকে আমাদের সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস করতে দেয়নি। এডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, বিগত সরকার দেশের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে যে অবদান রেখেছিল, তখন বিএনপি জোটের অপপ্রচার ও বিশৃঙ্খলার কারণে চাপা পড়েছিল। যদিও সচেতন মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করেছেন, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আপনারা জানেন, বর্তমান সরকারী দল তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপি-জামায়াত জোট তাদের ছাত্র সংগঠন দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে অস্থির রাখতে কি-না করেছিল। তারপরও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দেশপ্রেম ও দৃঢ়তার কারণে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে আমাদের সরকারই পূর্ণ মেয়াদ শেষে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। এর পরই শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকেই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা শুরু হয়। যা এখন তীব্র থেকে তীব্র রূপ নিয়েছে।

বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, এ সরকারের কথা আর কাজে কোনই মিল নেই। তারা একদিকে বলে আলোচনায় আসুন, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালান। এমন নির্মম অবস্থায়ও দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা আলোচনার জন্য সংসদে যোগ দিয়েছি ছাত্র রাজনীতিসহ আরো সকল সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য। কিন্তু জনগণ দেখছেন, সরকার আমাদের সংসদে কথা বলতে দিচ্ছে না। দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সব সময় প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বিরোধী দল রাজি হলে তার সরকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ নেবে। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, সরকারকে আগে শিক্ষাঙ্গনে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। টেন্ডারবাজি, হল দখল ও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের দু'দিন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারার জবাব দিয়েছেন, ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ। তাই আমাদের নেত্রী ছাত্রলীগের সকল নেতা-কর্মীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে বলেছেন। ছাত্রলীগের সকল নেতা-কর্মী যেন স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে সে জন্য তিনি তাদের নির্দেশ দেন। জনাব হামিদ বলেন, এটাই আওয়ামী লীগের রাজনীতি। আওয়ামী লীগের রাজনীতিই হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া শিখে দেশের কল্যাণে তা উৎসর্গ করবে।

■ মোহাম্মদ প্রত্যয় চৌধুরী